বৃষ্টিমুখর রৌদ্রমুখর

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচি

১১ | প্রবেশক

২১ | বনের পাখিরে কে চিনে রাখে

৬৭ | ফজরে আমি উঠতে পারি না

৮১ | আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে

১২১ | রৌদ্রমুখর

১৭১ | আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

২২১ | গ্রন্থপঞ্জি

প্রবেশক

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد

প্রচ্ছদ দেখেই আপনার মনে প্রশ্ন জাগলো:

পাঠক আমি, হচ্ছে না বোধ—
কীসের বৃষ্টি? কেমন এ রোদ?

চলুন, এ নিয়েই আপনার সাথে কিছুক্ষণ গল্প হয়ে যাক। বইয়ের হেরেমে ঢোকার আগে তোরণে দাঁড়িয়েছেন আপনি। হেরেম বড় হবার কারণে তোরণটাও একটু বিস্তৃত। অসুবিধে নেই, গল্প করতে করতেই আমরা দ্বারদেশ পার হয়ে যাবো।

শ্রাবণের রাতে হঠাৎ ঝুম বৃষ্টি নামতে দেখে আপনি আনমনা হয়ে যান। আমিও কিন্তু উদাসী হয়ে পড়ি। খোলা বাতায়নের ফাঁক গলে চৈতালি রোদ যখন আপনার পা ছুঁয়ে যায়, তখন শার্সি গুটিয়ে আপনি বাইরে তাকান। আমিও তাকাই। মুষলধারে বৃষ্টি এলে আমাদের চৈতন্য ঔদাসীন্যের উষ্ণতায় ঘুমাতে চায়, ঝাঁঝালো রোদের তীব্রতায় সেই উমজড়ানো ঘুম রূপকথা হয়ে যায়। এই বইয়ে আপনার চিরচেনা সেই বৃষ্টিকণাই ঝরবে, সেই পরিচিত রোদ্দুরই লুকোচুরি খেলবে আপনার সাথে।

একটু পার্থক্য অবশ্য আছে। এই বৃষ্টি আপনাকে শুধু আনমনা করে দিয়েই ক্ষান্ত হবে না, আপনার খুব কাছে এসে গল্পের আসর জমাবে। এই রোদ আপনার বোধকে নাড়া দিতে চাইবে। শুধু বৃষ্টি আর রোদ নয়, আপনার চারপাশে পরিদৃষ্ট নিসর্গকে তৃতীয় নয়নে তাকানোর প্রবর্তনা জোগাবে। ফুটন্ত ফুল আর উড়ন্ত প্রজাপতির গল্প শোনাতে শোনাতে অপার্থিব কোনো বাগিচায় আপনাকে ঘুরিয়ে আনবে। চেনা-অচেনা পাখিদের ডানায় আপনাকে সওয়ার করিয়ে ফিরদাউসের পাখি হবার স্বপ্ন দেখাতে চাইবে। এক্ষুনি বলবে, 'চলো মৌমাছি হয়ে যাই!' পরক্ষণেই বলবে, 'চলো ডাহুক হই!'

সুস্থ-স্বাভাবিক দুই দুটো চোখ থাকার পরও বইটা কেন আপনাকে 'তৃতীয় চোখ' উন্মেষের জন্যে প্রেরণা ও প্রেষণা জোগাতে চায়? উত্তর পাওয়ার জন্যে আমাদেরকে যেতে হবে উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা ﵂-এর কাছে। তাঁর কাছ থেকে একটা গল্প জেনে নিতে পারি আমরা।

নবিজি ﷺ একদিন বললেন: "গত রাতে আমার ওপর একটা আয়াত নাযিল হয়েছে। আয়াতটা যে পড়বে, কিন্তু এ নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করবে না, তার জন্যে ধ্বংস!"[১]

কোন সে আয়াত? আমাদের যেমন কৌতূহল জন্মেছে, 'আয়িশা ﵂-ও কৌতূহলী হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে দিয়ে দেরি না করেই আয়াতটি পাঠ করতে শুরু করলেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

"আসমান-জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে অবশ্যই বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।"[২]

আমাদের কাছে এই আয়াতের দাবি কী? আকাশকে নীল চাদোয়া কল্পনা করে কবিতা লেখা, কিংবা সবুজের সমারোহে মুগ্ধতা ছড়িয়ে যাওয়া—এটুকুই কি আমাদের কাজ? না, আমাদের কাজ আরেকটু বেশি। এই নীল আর সবুজ মিলে যে রংতুলি তৈরি হয়েছে, সেই রংতুলিতে ভাবনার ক্যানভাস রঙিন করা চাই। ক্যানভাসে আঁকা চিত্রটা হওয়া চাই আল্লাহর কাছে পছন্দসই! যে চিত্র হৃদয়ে পবিত্র আবেশের জন্ম দেবে, যে চিত্রের প্রতিভাসে বিশুদ্ধতাই প্রতিভাত হবে। আমাদের ভাবনার ক্যানভাস যদি দিনশেষে আকাশ ও জমিনের স্রষ্টার কথা স্মরণ করাতে না পারে, তাহলে অন্যদের সাথে আমাদের কোনো পার্থক্য থাকলো না।

চিন্তা-ভাবনা কে না করে? প্রকৃতির নানা উপাদান-উপকরণকে সামনে রেখে যে যার মতো করে ভাবেন, কল্পনার জাল বোনেন। মেঘের কথাই ধরুন। কালিদাস এই মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকে প্রেয়সীর দূত হিসেবে কল্পনা করেছেন, রচনা করেছেন একটা মহাকাব্য: মেঘদূত। লংফেলো'র কবিতায় লক্ষ করবেন, অবগুণ্ঠিত মেঘের মধ্যে তিনি একজন যাজক খুঁজে বেড়ান।[৩] 'হ্যামলেট' নাটকে দেখা যায়, এলোমেলো কিছু মেঘখণ্ডের মিলিত অবয়ব লক্ষ করে শেক্সপিয়রের মনে হয়েছে, এটা বুঝি একটা উট![৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও মেঘের দিকে তাকিয়েছেন, ভেবেছেন, চিন্তা করেছেন। তবে তাঁর ভাবনা-চিন্তার মূলসুর ছিলো আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন। তিনি মেঘ দেখে স্মরণ করতেন সেই সব জাতির কথা, যাদের জন্যে আল্লাহ মেঘ-

বনের পাখিরে কে চিনে রাখে

দিঘির পাড়ে দিঘল চুল এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাল-তমালের সারি। বাসা বানানোর জন্যে তালগাছের শাখা বাবুই পাখিদের খুব প্রিয়। খুব যত্ন করে বুনন করা এই ঝুলন্ত বাসাগুলো দৃষ্টিনন্দন। গ্রামীণ উপকথায় আমরা শুনে এসেছি, সন্ধ্যার সময় বাসা আলোকিত করার জন্যে ঝোপঝাড় থেকে ঠোঁটে করে জোনাক পোকা নিয়ে আসে বাবুই পাখিরা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর কখনো বাবুই পাখির বাসা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি আমার। তবে দূর থেকে তাকালে বাসার আশেপাশে অনেকগুলো জোনাকপোকা দৃষ্টিগোচর হয়। উলটো কলসের মতো ঝুলে থাকা এই নান্দনিক বাসাগুলো তৈরি করতে যে পরিশ্রম ও কৌশল পাখিগুলো প্রয়োগ করে, সেদিকে লক্ষ করে এদেরকে 'শিল্পী পাখি' বলা হয়।

দিঘির উত্তর দিকে হোগলা পাতায় ছাওয়া একটা ছোট বন। এটাকে জোনাক পোকার স্বর্গরাজ্য বললে ভুল হবে না। রাত নেমে এলে একটানা ঝিঁঝি পোকার আওয়াজের সাথে জোনাক পোকার বাতিবাজি চলতেই থাকে। 'বাতিবাজি' শব্দটা আমার দাদার মুখে শুনতাম। ওদিকটাতে চালতা পাতারও দেখা মেলে অনেকসময়। এই পাতার শরীরে অঙ্কিত শৈল্পিক কারুকাজ আমাদের নজর কাড়ে।

শিল্পীপাখি বাবুই, শিল্পিত পাতা চালতা—এদের প্রতি আমার মুগ্ধতা আছে, সম্মোহন নেই। এই শিল্পসচেতন পাখি, এই শিল্পখচিত পাতা যিনি সৃজন করেছেন, শিল্পের মূল তো তিনিই। হতে পারে এজন্যেই বিশ্বাসী মানুষেরা বল্গাহীন শিল্পচর্চায় আস্থা রাখেন না, বরং স্রষ্টার প্রতি সমর্পিত জীবনশৈলীকেই সবচে' বড়ো শিল্প বলে মনে করেন।

হোগলার বন পেরোলেই সারি সারি সুপারি গাছ। আছে বেশ কিছু জামগাছও। এইদিকের গাছগুলো শাখা-প্রশাখা ও পাতায় বেশ ঘন হয়ে আছে। অনেকগুলো পাখি এখানে নির্বিঘ্নে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে। দুষ্টু ছেলেরা গাছে উঠে অনেকসময়

ডিম নিয়ে আসে। কখনো কখনো বাসাও ভেঙে দেয়। এলাকার ইমাম সাহেব ব্যাপারটা জানার পর ছেলেগুলোকে তাঁর কাছে ডেকেছেন। ওদের একটা গল্প শোনালেন তিনি।

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বেরোলেন। পথিমধ্যে ঘন বৃক্ষ পরিবেষ্টিত একটি জায়গায় তিনি এলেন। রাসূলুল্লাহর সফরসঙ্গীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি 'হুম্মারাহ' পাখির বাসা থেকে ডিম নিয়ে এলো। পাখিটা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের মাথার উপর এসে চক্কর দিতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তোমাদের মধ্যে কে ডিম নিয়ে এসে এই পাখিকে শোকাকুল করেছো? একজন বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তার ডিম নিয়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: পাখিটার প্রতি দয়া দেখিয়ে ডিমটা এক্ষুনি রেখে এসো।

ছেলেগুলো এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থাকলো। তাদের চেহারায় অনুশোচনার ছাপ দেখতে পেয়ে ইমাম সাহেবো ভীষণ খুশি হলেন। এই ফাঁকে তাদেরকে শোনালেন আরেকটা চমৎকার হাদীস। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

"পৃথিবীতে যারা আছে, তাদের প্রতি দয়া করো। আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের দয়া করবেন।"[১৬]

মানে কী দাঁড়ালো? আমরা যদি আল্লাহর দয়া পেতে চাই, তাহলে পৃথিবীতে আল্লাহর যত সৃষ্টি আছে, সবার প্রতি দয়াপরবশ হতে হবে!

ছেলেগুলো তাদের ভুল বুঝতে পারলো। প্রতিজ্ঞা করলো, আর কখনো পাখির বাসা ভাঙবে না, পাখির ডিম পেড়ে আনবে না। আচ্ছা, খড়ের মাথায় ঝিকা গাছের আঠা লাগিয়ে ওরা যে ফড়িং ধরে, লেজের মাথা ছিঁড়ে দেয়, ফড়িংগুলোরও কি কষ্ট হয় না? নিশ্চয়ই হয়। তাহলে তো এই কাজটাও বাদ দিতে হয়! বনরুটির ভেতরে ছোট ছোট একাধিক সুচ ঢুকিয়ে দিয়ে কুকুরকে খেতে দেওয়ার পর প্রাণীটা যখন ছটফট করতে থাকে, তখন ওরও ভীষণ কষ্ট হয়। ছেলেগুলো সিদ্ধান্ত নিলো, এই গর্হিত কাজ থেকেও ওরা দূরে থাকবে।

দেখলে, কোনো বকা দিতে হলো না, ধমক বা ভর্ৎসনারও প্রয়োজন হলো না, একটু গল্প বলাতেই ওদের মধ্যে ভাবান্তর ঘটে গেলো! সুন্দর কথার এমনই মূল্য!

শুনলে হয়তো অবাক হবে, হাদীসে আমরা দেখি, শুধু একটা তৃষ্ণার্ত কুকুরের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন একজন ব্যভিচারিণী নারীকে। আবার অন্য হাদীসে এসেছে, একটা ক্ষুধার্ত বিড়ালকে

ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি,
কান পেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক।"[৬৭]

এই পঙ্‌ক্তিগুলো ভরাট কণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে কল্পিত দৃশ্যপট আমার আরও কাছে চলে আসে। আমি চোখ বন্ধ করে দেখতে পাই, বৈষয়িক জীবনের হিসেব-নিকেশের খাতা পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়ে ঘরের কোণায় জায়নামায বিছিয়ে দিয়েছেন একজন আল্লাহপ্রেমী। করুণ আর্তিতে ডাহুক যেমন একাকী সুর তুলে যাচ্ছে, তিনিও হৃদয়ের ব্যথা-বেদনাগুলো তাঁর প্রভুকে সমর্পণ করছেন একাকী নিভৃতে। বেতস বনে এখন ডাহুক ছাড়া কেউ জেগে নেই, আর মানুষের জনপদে তিনি অথবা তাঁর মতো দুয়েকজন ছাড়া তেমন কেউ জেগে নেই। বিরহের গভীরতর প্রকাশে ডাহুকের গলায় রক্ত ঝরছে, এদিকে জমা হওয়া পাপের ক্ষমা প্রার্থনায় জায়নামাযে আসীন ব্যক্তিটির দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। ডাহুকের ডাকে তাই ভেসে আসে রাত্রিজাগরণকারী একজন সমর্পিত বিশ্বাসী মানুষের নিবেদনের সুর। ফররুখের 'ডাহুক' কবিতার আরও কয়েকটা ছত্র এই কল্পনার স্পন্দনকে দেয় নতুন মাত্রা:

"এই ম্লান কদর্যের দলে তুমি নও,
তুমি বও
তোমার শৃঙ্খলমুক্ত পূর্ণ চিত্তে জীবনমৃত্যুর
পরিপূর্ণ সুর।"[৬৮]

মহাজাগতিক সংগীতের যে সুর শেষরাত্রির সেতারে বাজে, পূর্ণতার দাবি করা শুধু তারই সাজে। কদর্যতার ভারী বাতাসে শুদ্ধতার ঘ্রাণ ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে তাই একদল মানুষ জেগে থাকেন, জায়নামাযের স্যাঁতসেঁতে জমিন তাদের অশ্রুতে স্নিগ্ধ হতে থাকে। রাত্রির শেষ প্রহর জুড়ে আবেদন ও সমর্পণের যে কোরাস প্রকৃতির নীরবতায় ধ্বনিত হয়, ডাহুকের একটানা সুর তারই অংশবিশেষ। এই সুরের আবেদন ফররুখের অনুভূতি অতিক্রম করে যায়নি।

ডাহুকের মতো আরও কিছু নৈশঅনুষঙ্গ এই মহাসংগীতকে ধারণ করে যায়। শেষরাত্রির গল্প লেখার জন্যে আহ্বান করে যায় আমাদের, যে গল্পের প্রতিলিপি সহসাই পৌঁছে যায় আরশের ঠিকানায়। রাতের বুকে ছড়িয়ে থাকা এরকম কী কী অনুষঙ্গ থাকতে পারে, সেগুলোকে একত্র করে একটা কবিতা লেখার কিঞ্চিৎ আকিঞ্চন:

"একটানা সুরে একটা ডাহুক
ডাকছে ভীষণ, ডাকতে থাকুক।
ডাকতে ডাকতে হোক মৃতপ্রায়
গলায় উঠুক রক্ত
আজ রাতে তার ডানায় নামুক
তাহাজ্জুদের অক্ত।

যামিনীতে ফোটা কামিনী-সুরভী
অন্তরে তার বাজাক পূরবী
সিজদাবনত শিউলির ঘ্রাণ
মাতাল করুক রাতজাগা প্রাণ
ঝরে পড়া বেলি পায় না কাজ?
ওরা হয়ে যাক জায়নামাজ।

শেষ রাতে যদি একটু তাকাও
দেখবে, রুকুতে গাছের শাখাও!
ঝুঁকেছে তারকা আকাশের বুকে
চলো, আমরাও পড়ি তবে ঝুঁকে?

তাসবি জপছে হাসনাহেনারা
পরাগেরা ভেসে বাতাসে বেড়াক
সেই বাতাসের শীতল ঝাপটা
নিভাক মনের কামনা-চেরাগ।

আজকে দু-চোখে বৃষ্টি ঝরুক
হৃদয়ে আসুক অশ্রু-শ্রাবণ
পাপের কালিমা ধুয়ে মুছে শুধু
শুদ্ধাচারের নামুক প্লাবন।"[৬৯]

রাত গভীর হয়ে আসছে। ঘুমিয়ে গেলাম আমরা সবাই। সুবহে সাদিকের খানিক আগে শোনা গেলো মোরগের ডাক। ফজরের আযানে ঘুম ভাঙলো আমাদের। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে অনেকে আরেকটু আগেই বিছানা ত্যাগ করেছেন। শেষ রাতের সালাতে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা, করুণার ভিখারি হয়ে হাত পেতেছেন আল্লাহর কাছে। ঐ যে, ডাহুক হয়েছেন তাঁরা! আমরাও তো চাইলে মাঝেমধ্যে ডাহুক হতে পারি। পারি না?

কোনোকিছুতে ঠোকর দিচ্ছি কি না এবং তাঁর প্রতি ভরসা ও আস্থাকে জীবনের মূলসুর করে নিতে পারছি কি না। তাহলেই ফিরদাউসের বাগানে পাখি হয়ে ওড়ার স্বপ্ন আলোর মুখ দেখবে।

[এই প্রবন্ধগল্পে উল্লিখিত সব পাখির বর্ণনা লেখকের অভিজ্ঞতা থেকে লিখিত হয়নি। পূর্ব-অচেনা বেশ কয়েকটি পাখির বৈশিষ্ট্য ও বর্ণনা লেখা হয়েছে সুধীন্দ্রলাল রায় রচিত 'বাঙ্গলার পরিচিত পাখী' গ্রন্থ অবলম্বনে।]

টীকা

১৬. সুনান আত-তিরমিযী: ১৯২৪
১৭. সাহীহুল বুখারী: ২৩৬৫; সহীহ মুসলিম: ৫৯৮৯
১৮. সাহীহুল বুখারী: ৬৪১৬
১৯. জীবনানন্দের কবিতায় ঘুঘু ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। একটি উদাহরণ:
"এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্নে শান্তি আসে মানুষের মনে
এখানে সবুজ শাখা আঁকাবাঁকা হলুদ পাখিরে রাখে ঢেকে.."
[রূপসী বাংলা, পৃ. ৩৩]
২০. সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ১৯১
২১. সূরা আন-নাহল, ১ : ৭৯
২২. কবির بال جبريل কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ابو العلا معرى শীর্ষক কবিতা দ্রষ্টব্য। কবিতার চুম্বকাংশ:

افسوس، صد افسوس کہ شاہیں نہ بنا تو
دیکھے نہ تری آنکھ نے فطرت کے اشارات
تقدیر کے قاضی کا یہ فتوی ہے ازل سے
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات!

২৩. বুলবুল দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১
২৪. তাফসীরু জালালাঈন, পৃ. ৮২৪
২৫. সূরা আল-কাউসার, ১০ : ৩
২৬. সাহীহুল বুখারী: ৬১২৯; সহীহ মুসলিম: ৫৭৪৭
২৭. সুনান আত-তিরমিযী: ৩৬৪১
২৮. সুনান আত-তিরমিযী: ১৯৯১
২৯. সূরা আল-ওয়াক্বি'আহ, ৫ : ৩৫, ৩৬
৩০. তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ১২ পৃ. ১২৪
৩১. সুনান আত-তিরমিযী: ১৯৯০
৩২. সহীহ ইবন হিব্বান: ৫৭৯০
৩৩. সহীহ মুসলিম: ৬৭০৭
৩৪. খাওওয়াত-এর ডাকনাম ছিলো আবূ আবদুল্লাহ।
৩৫. ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন, খ. ৪ পৃ. ২১৭
ইহয়া-তে উল্লিখিত হাদীসগুলোর সনদ-মান-বিশ্লেষক আল-হাফিয আল-'ইরাক্বী মন্তব্য করেছেন: এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।
[তাখরীজু আহাদিসি ইহয়াই 'উলূমিদ্দীন, খ. ৪ পৃ. ১৬৮৫]

৩৬. সাহীহুল বুখারী: ৬০৩২
৩৭. সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ১৫৯
৩৮. বাগানটি ছিলো কিটসের বন্ধু ব্রাউনের। এই গল্পটি আমরা ব্রাউনের জবানিতেই পাই।
দ্রষ্টব্য: Keats, Narrative and Audience: The Posthumous Life of Writing, P. 172.
৩৯. ইবনুল ক্বাইয়িমের মূল বক্তব্যটি এই:
القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر
[মাদারিজুস সালিকীন, খ. ১ পৃ. ৫১৭]
৪০. সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৭
৪১. সূরা আল-হিজর, ১৫ : ৪৯, ৫০
৪২. মূল কবিতার নাম Life. এটি একটি দীর্ঘ কবিতা। সেই কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তিকে কাব্যানুবাদ করা হয়েছে। অনূদিত অংশের মূল পাঠ:
"If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain;
If I can ease one life the aching,
Or cool one pain,
Or help one fainting robin
Unto his nest again,
I shall not live in vain."
[Collected Poems of Emily Dickinson, p. 6]
৪৩. সাহীহুল বুখারী: ৬৭৪৩; সহীহ মুসলিম: ২৫৮০
৪৪. সাহীহুল বুখারী: ২৪৪২; সহীহ মুসলিম: ২৫৯০
৪৫. সহীহ মুসলিম: ৭৩৪১
৪৬. শারহু মুসলিম লি-আন-নাওয়াওঈ, খ. ৯ পৃ. ১৭৯
৪৭. সাহীহুল বুখারী: ৫৬৪০; সহীহ মুসলিম: ৬৭৩০
৪৮. সহীহ মুসলিম: ৬৭৩৫
৪৯. মুসনাদ আহমাদ: ২২২২০
৫০. সহীহ বুখারী: ২৪৭২; সহীহ মুসলিম: ৬৮৩৫
৫১. সহীহ মুসলিম: ৬৮৩৭
৫২. সুনান আন-নাসায়ী: ৪৫৩৫। হাদীসটি হাসান।
৫৩. সুনান আবূ দাউদ: ৪৯৪২
৫৪. 'আওনুল মা'বূদ শারহ সুনান আবি দাউদ, খ. ১৩ পৃ. ১৯৪
৫৫. যেমন: কবুতর উড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করা, কবুতরের মাধ্যমে জুয়াখেলা। এ ধরণের কাজ যিনি করবেন, শারী'আহর বিচারালয়ে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।
৫৬. ইমাম নাওয়াওঈর উদ্ধৃতিতে 'আওনুল মা'বূদ, খ. ১৩ পৃ. ১৯৪
৫৭. সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৩
৫৮. সহীহ মুসলিম: ৭০৮১
৫৯. সুনান আত-তিরমিযী: ২৩৪৪; সুনান ইবন মাজাহ: ৪১৬৪
৬০. সূরা আত-তালাক, ৬৫ : ২, ৩
৬১. সুনান আত-তিরমিযী: ২৫১৭

ফজরে আমি উঠতে পারি না

ভোরবেলা ঘুম থেকে জাগতে পারি না আমি। মাঝেমধ্যে জেগে উঠলেও আলসেমিতে পেয়ে বসে। আড়মোড়া ভেঙে আরেকদিকে কাত হয়ে শুয়ে যাই। ফজরের জামা'আতে শামিল হতে পারি না। সুবহে সাদিকের সুনির্মল বাতাস আমার গায়ে ঝিরিঝিরি পরশ বোলানোর সুযোগ পায় না। পবিত্রতার সতেজতম আবহ আমাকে স্পর্শ করে না। বিশুদ্ধ বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার অনুভূতি থেকে আমি বঞ্চিত হই প্রতিদিন। আরেকটা চমৎকার জিনিস থেকে আমি বঞ্চিত হই। আসলে 'বঞ্চিত হই' বলাটা বাঞ্ছনীয় হবে না, আদতে আমি নিজেকে 'বঞ্চিত করি'। কোন জিনিস থেকে বঞ্চিত হই, সেটা বলছি একটু পরে। তার আগে ছোট্ট একটা গল্পের কথা মনে পড়লো। সত্যি গল্প কিন্তু!

আমি খুব ভালো ছাত্র। আমাদের কলেজটাও খুব নামকরা। এই কলেজের একজন কৃতী ছাত্র হলেন আমাদের প্রেসিডেন্ট। অনেক বছর পর তিনি তারুণ্যের স্মৃতিবিজড়িত এই কলেজটাতে এলেন। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা মানপত্র পাঠ করেছিলাম। অনুষ্ঠান শেষে প্রেসিডেন্ট যখন প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে, তখন নাকি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এত চমৎকার বাচনভঙ্গি আর কাব্যিক উপস্থাপনা ছেলেটার! নাম কী ওর?' প্রিন্সিপাল স্যার বললেন, 'ও আমাদের একজন মেরিটরিয়াস স্টুডেন্ট।' প্রেসিডেন্ট হেসে বললেন, 'বাহ! পড়াশোনা করে কেমন?' সব স্যার একবাক্যে বললেন, 'ভেরি পাংকচুয়াল অ্যান্ড অ্যাটেন্টিভ।' ভাইস প্রিন্সিপ্যাল স্যার এই ঘটনা আমাকে পরদিন বললেন। আমি তো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না! প্রেসিডেন্ট আমার কথা জিজ্ঞেস করেছেন, এ তো আমার এক জীবনের সবচে' বড়ো পাওয়া! প্রেসিডেন্টের সামনে আমার প্রশংসা করা হবে, স্বপ্নেও কি কখনো ভেবেছিলাম? রোজনামচার পাতায় সেদিনের অনুভূতি লিখে রেখেছিলাম। কালো কালির কলম ছাড়া ইতিপূর্বে অন্য কোনো রঙের কলম দিয়ে

আমি রোজনামচা লিখিনি। কিন্তু সেদিনের রোজনামচায় পাঁচটা রঙিন কলম ব্যবহার করেছি। বাঁধভাঙা খুশির ঢেউ হৃদয়সৈকতে উপচে পড়লে যা হয় আর কি!

এটা আমার জীবনের গল্প। আরেকটা গল্প বলি, যে গল্পটা আবূ হুরায়রা বলেছেন। তিনি আবার বানিয়ে কোনো গল্প বলতেন না! প্রিয় নবিজি ﷺ যেভাবে যা বলতেন, তা-ই ঠিক ঠিক আমাদের জন্যে মুখস্থ করে নিতেন। একদিন নবিজি ﷺ বলছিলেন:

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون

"তোমাদের মধ্যে একদল ফেরেশতা রাতে এবং আরেকদল ফেরেশতা দিনে আসেন, একের পর এক। ফজর ও আসরের সালাতে তাঁরা মিলিত হন। এরপর যাঁরা তোমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁরা উঠে যান। এবার তাঁদের রব্ব তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, যদিও তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে সবচে' বেশি জানেন, 'আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায় রেখে এসেছো?' তাঁরা বলেন: আমরা তাদের কাছ থেকে যখন চলে আসছিলাম, তখন তারা সালাতে মগ্ন ছিলো। আবার যখন তাদের কাছে এলাম, তখনও তারা সালাত আদায়রত অবস্থায় ছিলো।"

এই গল্পটা ইমাম বুখারী তাঁর হাদীসের গ্রন্থে এনেছেন। বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিমও। বোঝাই যায়, এই গল্পের বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত!

আমি ভাবছি ভিন্ন কথা। প্রেসিডেন্টের সামনে সেই যে এক বছর আগে আমার প্রশংসা করা হয়েছিলো, তাতে আমি কেমন উদ্বেল হয়েছিলাম! আচ্ছা, সাময়িক আত্মতৃপ্তি ছাড়া সেই আনন্দানুভূতির আর কোনো আবেদন কি এখন অবশিষ্ট আছে? নেই! কিংবা প্রেসিডেন্টের কি মনে আছে আমার কথা? নেই!

অন্যদিকে...

আল্লাহ কি ভুলে যান কোনো কিছু? না।

আল্লাহর কাছে পেশ করা কোনো রিপোর্ট কি বৃথা যায়? না।

সেই মানুষগুলো কত না ভাগ্যবান, যাঁদের নামে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে প্রশংসা করেন! সেই আলোকিত মুখগুলো কত না সফল, মাসজিদের সাথে যাঁদের হৃদয় জড়িয়ে থাকে ভালোবাসার বন্ধনে! সেই বন্ধনের সুতো ফেরেশতারা টেনে

গ্রন্থপঞ্জি

(লেখকদের নামের বর্ণানুক্রমানুসারে)

আরবি

আল-কুরআনুল কারীম

তাফাসীরুল কুরআন

আবূ ‘আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, *আল-জামি’ লি আহকামিল কুরআন (তাফসীর আল-কুরতুবী)*, কায়রো: দারুল কুতুব, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৪ হিজরী

আবূ জা’ফার আত-তাবারী, *জামি‘উল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন (তাফসীর আত-তাবারী)*, বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪২০ হিজরী

আবুল ফিদা ইসমা‘ঈল ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম (তাফসীর ইবন কাসীর)*, রিয়াদ: দারু ত্বাইয়্যিবাহ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২০ হিজরী (১৯৯৯ ঈসাব্দ)

আবূ বাকর আল-জাযাইরী, *আইসারুত তাফাসীর, মাদীনাহ: মাকতাবাতুল ‘উলূম ওয়াল হিকাম*, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪২৪ হিজরী (২০০৩ ঈসাব্দ)

আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন আল-বাগাওয়ী, *মা‘আলিমুত তানযীল (তাফসীর আল-বাগাওয়ী)*, রিয়াদ: দারু ত্বাইয়্যিবাহ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪১৭ হিজরী (১৯৯৭ ঈসাব্দ)

আবূ হাইয়ান মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-উন্দলুসী, *আল-বাহর আল-মুহীত ফী আত-তাফসীর*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪২০ হিজরী

আল-কাদী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আল-ফানিফাতী, *আত-তাফসীর আল-মাযহারী*, করাচী: মাকতাবা রাশিদিয়াহ, ১৪১২ হিজরী

জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আল-জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী ‘ইলমিত-তাফসীর*, বৈরুত: দারুল কিতাব আল-‘আরাবী, প্রথম মুদ্রণ ১৪২২ হিজরী

জালালুদ্দীন ‘আবদুর রহমান আস-সুয়ূতী, *আদ-দুর আল-মানসূর*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০১০ ঈসায়ী

ড. ওয়াহবাহ আয-যুহাইলী, *আত-তাফসীর আল-মুনীর*, দিমাশক: দারুল ফিকর, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪১৮ হিজরী

নাসিরুদ্দীন আবূ সা‘ঈদ আশ-শিরাজী আল-বায়দাওয়ী, *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাওয়ীল (তাফসীর আল-বায়দ্বাওয়ী)*, বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাস আল-‘আরাবী, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৮ হিজরী

মুহাম্মাদ আত-তাহির ইবন ‘আশূর, *আত-তাহরীর ওয়া আত-তানওয়ীর (তাফসীর ইবন ‘আশূর)*,

তিউনিশিয়া: আদ-দার আত-তূনীসিয়াহ লিন-নাশর, ১৯৮৪ ঈসাব্দ
মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতী, *তাফসীর আদ্বওয়াউল বায়ান*, বৈরুত: দারুল ফিকর লিত-ত্বা'আহ, ১৪১৫ হিজরী
মুহাম্মাদ 'আলী আস-সাবূনী, *সাফওয়াতুত তাফাসীর*, কায়রো: দারুস সাবূনী লিতত্বা'আহ, প্রথম মুদ্রণ ১৪১৭ হিজরী
শিহাবুদ্দীন মাহমূদ আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল 'আযীম ওয়া আস-সাব' আল-মাসানী (তাফসীর আল-আলূসী)*, বৈরুত: দারুল কুতুব, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৫ হিজরী

❁ আল-হাদীস

আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *আল-জামি' আস-সাহীহ (সহীহ মুসলিম)*, বৈরুত, দারুল জাইল, তা.বি.
আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস, *সুনান আবী দাউদ*, বৈরুত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, তা.বি.
আবূ বাকর আহমাদ ইবন আল-হুসাইন আল-বায়হাক্বী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, বৈরুত: দারুল কুতুব, ১৪২৪ হিজরী
ঐ, *শু'আবুল ঈমান*, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, প্রথম মুদ্রণ ১৪২৩ হিজরী
আল-ইমাম আল-হাকিম আবূ 'আবদিল্লাহ, *আল-মুস্তাদরাক 'আলা আস-সাহীহাইন*, বৈরুত: দারুল কুতুব, ১৪১১ হিজরী
আহমাদ ইবন শু'আইব আন-নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা (সুনান আন-নাসাঈ)*, বৈরুত: দারুল কুতুব, প্রথম মুদ্রণ ১৪১১ হিজরী
আহমাদ ইবন হাম্বাল আশ-শায়বানী, *মুসনাদু আহমাদ ইবন হাম্বাল*, কায়রো: মুআসসাসাতু কুরতুবাহ, তা.বি.
জালালুদ্দীন 'আবদুর রহমান আস-সুয়ূতী, *আল-জামি' আস-সাগীর মিন হাদীসি আল-বাশীর আন-নাযীর*, বৈরুত: দারুল ফিকর লিত-তাবা'আহ, তা.বি.
মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *আল-জামি' আল-মুসনাদ আস-সাহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী (সাহীহুল বুখারী)*, বৈরুত: দারু ত্বাওকিন নাজাহ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪২২ হিজরী
ঐ, *আল-আদাব আল-মুফরাদ*, জেদ্দা: দার আস-সিদ্দীক, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২১ হিজরী
মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমাহ, *সাহীহ ইবন খুযাইমাহ*, বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৩৯০ হিজরী
মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আবূ 'ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামি' আস-সাহীহ সুনান আত-তিরমিযী*, বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাস আল-'আরাবী, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, তা.বি.
মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান, *সাহীহ ইবন হিব্বান বিতারতীবি ইবন বালবান*, কায়রো: মুআসসাসাতু কুরতুবাহ, তা.বি.
সুলাইমান ইবন মুহাম্মাদ আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, কায়রো: দারুল হারামাইন, ২০১০ ঈসায়ী

❁ শারহুল হাদীস, তাখরীজ

আবুল 'আলা মুহাম্মাদ 'আবদুর রহমান আল-মোবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামি'*